দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...MAY 17 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪ .....

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি ও কিছু প্রস্তাব

সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানতে পারলাম বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছেন। আগামী বছর এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ২০১০ সালে শেষ হবে। অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৩০ হাজার কোটি টাকা। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারি বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে মাধ্যমিক স্তরে নিয়ে আসার প্রস্তাব করা হয়েছে। সুপারিশে আরো বলা হয়েছে, শিক্ষা খাতে গড়ে প্রতিবছর আরো ৮ হাজার ১শ' ২৭ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। ২০১০ সাল নাগাদ শিক্ষা খাতে মোট ব্যয় হবে ৯৭ হাজার ৫শ' ৪০ কোটি টাকা। এখন প্রশ্ন হলো এই ব্যাপক রদবদল করে এত অর্থ খরচ করে কি শিক্ষার মানের উন্নতি হবে, নাকি বর্তমানের চেয়ে আরো অবনতি হবে? এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

বর্তমান সরকারের নিয়োগকৃত শিক্ষা কমিটি ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের "প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি" মূল্যায়ন সাপেক্ষে যে সুপারিশ প্রদান করেছেন তা বর্তমান সময়ের জন্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত? তখনকার সময় আর এখনকার সময় অনেক ফারাক। তখন ছিল দেশ গড়ার সময়। তাছাড়া তখনকার ছাত্র রাজনীতি ছিল গঠনমূলক। বর্তমানে শিক্ষার যে পরিবেশ কলেজগুলোতে বিরাজ করছে তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যদি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী নিয়ে আসা হয় তাহলে সেই একই পরিবেশ বিদ্যালয়গুলোতেও পরিলক্ষিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে একটি কথা ঠিক ছাত্র রাজনীতির ব্যাপ্তি/প্রসার ঘটবে। বিদ্যালয়গুলোতেও কলেজের মত মিছিল-মিটিং, বোমাবাজি, মারামারি ইত্যাদি কায়েম হবে এবং ছাত্র রাজনীতি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

আমাদের দেশ এমনিতেই অর্থনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ৯০ শতাংশই দেশীয় অর্থ। মাত্র ১০ শতাংশ আন্তর্জাতিক সহায়তায় প্রাপ্ত। যদি মহা-পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করে শিক্ষার মানের আরো অবনতি হয় তখন? একটি প্রবাদ আছে, "ভাবিয়া করিও কাজ-করিয়া ভাবিও না।" যেমন না ভেবে করে পুনরায় আবার স্নাতক পর্যায়ে বাতিলকৃত ইংরেজি শিক্ষাকে চালু করতে হলো। ইতোমধ্যে বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্র বাতিল হলো। রচনামূলক ও অবজেকটিভ উভয় পরীক্ষায় এখন আলাদা আলাদা পাশের বিধান করা হলো। আবশ্যিক কৃষি শিক্ষা হলো নৈর্বাচনিক। মহাপরিকল্পনায় না গিয়ে যেমন আছে তেমনি রেখে, শিক্ষার মান কি করে আরো উন্নত করা যায়, তা ভাবতে হবে। বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া। প্রশ্নপত্রে ভুল এবং ব্যাপক হারে নকল প্রবণতা-এগুলো কঠোর হাতে দমন করতে হবে। সকল শ্রেণীর জনগণকে শিক্ষার প্রতি

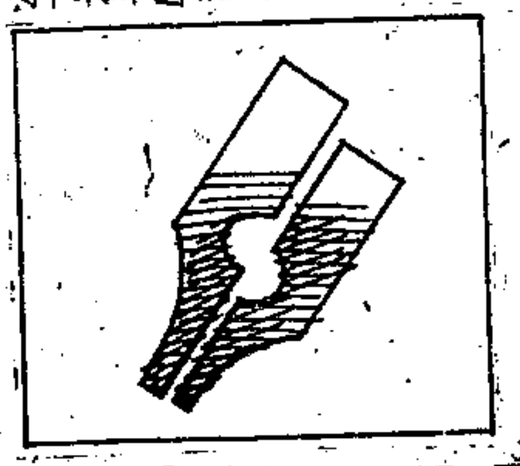

উদ্বুদ্ধ অনুরাগী করে তুলতে হবে- বই, কাগজ-কলমের দাম ব্যাপক হারে হ্রাস করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে সরকারকে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। এই মেরুদন্ডকে মজবুত করার প্রাথমিক পর্যায় হলো "প্রাথমিক শিক্ষা"। উন্নত ও শিক্ষিত জাতি গঠনে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকাকে কোনভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা হলো- শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড়। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কিছু প্রস্তাব ঃ

১। প্রাথমিক স্তর বর্তমানে যে অবস্থায় আছে অর্থাৎ ৫ বছরমেয়াদি তা থাকবে। তবে ৮ বছর মেয়াদি শিক্ষাকে (৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে পারলে ভাল হয়।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেলের বৈষম্য দূর করতে হবে। সরকারি ও রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেল সমান হবে এবং তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহঃ শিক্ষকদের অর্থ কষ্টের হাত থেকে অন্তত কিছুটা রক্ষাকল্পে বেতন স্কেল শুরুতে ন্যূনতম ২৫৫০/- টাকা এবং প্রধান শিক্ষকদের স্কেল শুরুতে ন্যূনতম ৩৪০০/- টাকা করা অতীব জরুরি। বর্তমানে যে স্কেল আছে তাতে শিক্ষকদের সম্মানকে খুবই খাটো করা হয়েছে।

৩। শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, কাজের স্পৃহা, উদ্যম, আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষকদের প্রমোশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বর্তমানে পদোন্নতি নেই বললেই চলে। প্রধান শিক্ষক ATEO, TEO, DPEOতে সরাসরি অনভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এই নীতি অবশ্যই বাতিল করা প্রয়োজন। প্রমোশনে নিয়োগ হলে দক্ষ লোক পাওয়া যাবে। ফলে কাজের অগ্রগতি, সফলতা আসবে। খুবই আশার কথা বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক আসছে।

৪। শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন করতে হবে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের পদোন্নতির মাধ্যমে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঘাটতি পূরণ করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ্য, কর্মঠ, উদ্যমী শিক্ষকগণের আসার পথ আরো সুগম হবে। যোগ্যতার মূল্যায়ন হবে। শিক্ষকদের মান বৃদ্ধি পাবে।

৫। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে করণিকের কোন পদ নেই। প্রধান শিক্ষককে বাধ্য হয়ে প্রচুর কাজ করতে হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক যাতে সার্বিক তত্ত্বাবধান সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা চাইতে হলে অচিরেই করণিকের (কেরানি) পদ সৃষ্টি করতে হবে। নচেৎ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে।

৬। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান হতে হবে। ন্যূনতম স্নাতক পাস। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটাসহ সকল কোটা বাতিল করতে হবে (মুক্তিযোদ্ধা কোটা ব্যতীত)। এই নিয়ম বজায় রেখে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুপাত হবে ১ঃ৪০। প্রয়োজনানুযায়ী শ্রেণীকক্ষ, পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষকগণ যদি সঠিকভাবে ক্লাস নেন তাহলে সারা বছরে মোট ৪৪০ ঘন্টা সময় ব্যয় হয় শিক্ষাদানের পেছনে। অথচ চীনে এর তিন গুণ সময় বেশি ব্যয় হয়। এরপরও এত কম সময় থাকা স্বত্ত্বেও সঠিকভাবে অনেকেই দায়িত্ব পালন করেন না। এর মূল কারণ হলো শিক্ষকদের কাজের প্রতি অনাগ্রহতা। কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে উপরের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে বর্তমান সরকারের প্রতি প্রস্তাবগুলো ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

[বহু চিন্তাভাবনা করে এবং মহিলাদের প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের অবহেলা, নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ বন্ধ করার জন্য নারীর আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষ্যে মহিলা কোটা রাখা হয়েছে। তা বাতিল করার প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত নয়। -সম্পাদক]

মোঃ ফারুক হুসেন তালুকদার
তালুকদার ভিলা
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।